দৈনিক
জনকণ্ঠ

16 MAR 2017

প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ভাল-মন্দ

• ইফতেখারুল আলম

নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার চাহিদা পূরণে সক্ষম ছিল না পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। ফলে প্রচুর শিক্ষার্থী নিজ খরচে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করতে যেত। সেই সময় বেসরকারী উদ্যোক্তারা এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব নিয়ে সরকারের দ্বারস্থ হয়। সরকার শিক্ষার্থীদের অনর্থক বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা কমাতে, আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করতে এই প্রস্তাব বিবেচনায় নিয়ে আসে। বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ নামে একটা আইন করে, সেটার ওপর ভিত্তি করে প্রথমে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি এবং তার পরে অন্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো প্রতিষ্ঠা পেল। ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান এবং তা হবে সেবামূলক ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এক দশকের মধ্যেই সেবার বৃত্ত অতিক্রম করে তারা বাণিজ্যের বৃত্তে প্রবেশ করল। ১৯৯২ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে অনুমোদন পায় ৫৪টি বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১০ সালের আগস্টে সরকার নতুন একটা আইন পাস করে যার নাম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০। আর ৫৪কে টপকে বর্তমানে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন পৌঁছে গেল ৯৫-এর সংখ্যায়। এর মধ্যে আবার রয়েছে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা। তবে ইতোমধ্যে এসব শাখা-প্রশাখা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আগে বিভাগীয় পর্যায়ে থাকলেও বর্তমানে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির বিস্তার ছাড়িয়েছে জেলা শহর পর্যন্ত। আর মিডিয়ায় রঙিন বিজ্ঞাপন দেখে শিক্ষার্থীও ভর্তি হচ্ছে। এই সুযোগে শিক্ষার্থীদের থেকে ভদ্রবেশে সেবার অজুহাতে হাতিয়ে নিচ্ছে হাজার হাজার টাকা। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড ব্যবহার করে যাচ্ছে কোটি কোটি টাকার শিক্ষার নামে বাণিজ্য। এনিয়ে মাঝে মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জেগে উঠলেও অদৃশ্য কারণে আবার পূর্বের ভূমিকা পালন করতে বেশি সময় নেয় না। বেশিরভাগ টাকা অনুযায়ী সেবা না দিতে পারলেও, কিছু প্রতিষ্ঠান অক্ষুণ্ন রেখেছে শিক্ষার মান। এতদিন বেশি আলোচনায় না আসলেও গত ১ জুলাই থেকে আলোচনার শীর্ষে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়। গুলশানের জঙ্গী হামলায় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর

নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার চাহিদা পূরণে সক্ষম ছিল না পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। ফলে প্রচুর শিক্ষার্থী নিজ খরচে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করতে যেত। সেই সময় বেসরকারী উদ্যোক্তারা এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব নিয়ে সরকারের দ্বারস্থ হয়। সরকার শিক্ষার্থীদের অনর্থক বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা কমাতে, আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করতে এই প্রস্তাব বিবেচনায় নিয়ে আসে

সংশ্লিষ্টতা এর মূল কারণ। যদিও এর পরে আরও কিছু বিশ্ববিদ্যালয় তালিকায় যোগ হয়েছে। ফলে আলোচনায় এসেছে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি চালু নিয়ে। আর এনিয়েও চলছে আলোচনা-সমালোচনার ঝড়। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি চালুর আগে আমরা স্মরণ করতে পারি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস। বিভিন্ন পত্রিকা ও অন্যান্য সূত্র মিলিয়ে দেখা গেছে, স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই (ঢাবি) ৭৫টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গত দুই যুগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) ঘটেছে ১৮টি হত্যাকাণ্ড। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) গত ৩২ বছরে খুন হয়েছে চার শিক্ষকসহ ৩১ জন। এভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলছে খুনের মিছিল। এর বেশিরভাগ কারণ ছাত্র রাজনীতি। এ কারণে ব্যারিস্টার রফিকুল হক বিরক্ত হয়ে ঢাবিকে বলেছিলেন, 'সন্ত্রাসের গ্রাম।' আর সম্প্রতি ছাত্র রাজনীতির ভূমিকায় অতিষ্ঠ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি চবিকে ঘোষণা করেছিলেন 'মিনি ক্যান্টনমেন্ট'। আর শুধু শিক্ষার্থীরা এনিয়ে ব্যস্ত তা নয়। শিক্ষকরাও শিক্ষা কার্যক্রমের চেয়ে নিজের দলীয় মতাদর্শের আধিপত্য বিস্তারকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে নিজেদের বিভক্ত করেছেন সাদা, নীল ও বিভিন্ন দলে। এদিক দিয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আছে অনেক নিরাপদে। নেই কোন খুন, হত্যা, মারামারি এতদিনের ইতিহাসে। পড়ালেখা যাই হোক, সনদপত্র পাচ্ছে সঠিক সময়ে। পোহাতে হচ্ছে না কোন সেশনজট। তবে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি চালু করলে এর সুফলের চেয়ে কুফল ভোগ করতে হবে অনেকগুণ। এখানেও হবে ছাত্র-শিক্ষকের রাজনীতি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের চাটুকারি বাড়বে, বাড়বে লাশের রাজনীতি। এখানেও হবে ছাত্রাবস্থায় ভর্তি বাণিজ্য ও টেন্ডার বাণিজ্য। এখানেও দেখা দেবে ছাত্রী-শিক্ষিকা ইভটিজিংয়ের শিকার হচ্ছেন। পরে এমন হবে 'কুইনিন জ্বর সারাবে বটে, তবে কুইনিন সারাবে কে?'

পান্থপথ, ঢাকা থেকে